বার্ষিকী

শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়
খুলনা

CONFINED

বার্ষিকী

শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়

খুলনা

(১৯৭২-৭৩)

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক :
আ, রা, মোয়াজ্জেম হোসেন
ও
শান্তিশঙ্কর ভট্টাচার্য

সম্পাদক :
মোঃ খায়রুল আলম

প্রকাশনা : সাহিত্য বিভাগ,
খুলনা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ছাত্র সংস্থা,
খুলনা

মুদ্রণ : মোঃ সালেহ্ আহম্মদ,
পিরামিড প্রেস,
দৌলতপুর,
খুলনা

প্রচ্ছদ : অধ্যাপক কাজী শামসুল বাসেত,
শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়,
খুলনা

প্রকাশ কাল : এপ্রিল, ১৯৭৩

Acc-250
T.T. College, Khulna.

CONFINED

স্বাধীনতা সংগ্রামের
অমর শহীদদের স্মরণে

CONFIRMED

বিবক্ষিত

খুলনা শিক্ষক শিক্ষণ কলেজের এটাই প্রথম বার্ষিকী যদিও কলেজের দ্বিতীয় শিক্ষাবর্ষ এখন চলছে। গত বছরেই প্রথম বার্ষিকী বের হবার কথা ছিল ; কিন্তু ছ'পার কাজ বহুদূর অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও ছাপাখানার অবিমৃষ্যকারিতার দরুন সে সংখ্যাটি বের হতে পারেনি। গত বর্ষের শিক্ষণার্থীদের বহু মূল্যবান রচনা সেইজন্য প্রকাশিত হতে পারেনি এবং তাঁদের প্রাপ্য বার্ষিকীও তাঁরা পাননি। এর জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ দায়ী নন ; তবু আমরা দুঃখিত। তাঁদের রচনার পাণ্ডুলিপিগুলি পাওয়া সম্ভবপর নয়, নচেৎ এ সংখ্যাটি সেই সব রচনায়ও সমৃদ্ধ হতে পারতো। এবারের মুদ্রণালয়টির যথেষ্ট সহযোগিতা সত্ত্বেও বার্ষিকীর গঠন ও মুদ্রণ সৌকর্য তাড়াহুড়ার দরুন উচ্চ মানের হতে পারেনি। কলেজটির অবস্থান ও যোগাযোগ পন্থা এমন কংকর-সংকুল যে বাইরের কোন প্রতিষ্ঠানের সংগে সংযোগ স্থাপন অনেক ক্ষেত্রে দুরূহ হয়ে পড়ে। ছাপার কাজে বিলম্বের এটা অন্যতম কারণ।

অন্যান্য প্রশিক্ষণ কলেজের শিক্ষণার্থীদের তুলনায় এ কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অনেক বেশী অসুবিধা'র মধ্য দিয়ে কাল কাটাচ্ছেন। এখনো কলেজে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়নি ; কেরোসিনের এই অনটনের দিনে অনেক সময় পরীক্ষা চলা কালীনও ছাত্ররা রাত্রে পড়াশুনা করতে পারেননি। দু'টি মাত্র নলকূপ প্রায় দু'শো ছাত্র শিক্ষকের পানি সরবরাহের আপ্রাণ চেষ্টায় প্রায়ই অকেজো হয়ে পড়ে। পানির অভাবে স্নানাগারগুলি অবরুদ্ধ ক্লেদের আকরে পরিণত হয়ে নষ্ট হয়ে যায় ও আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তোলে। সীমা-প্রাচীরের অভাবে কলেজ প্রাঙ্গণ পরিণত হয়েছে গোচারণ ভূমিতে। অসমতল মাঠে খেলার প্রচেষ্টায় অনেক ছাত্রকে দুর্ঘটনা কবলিত হতে হয়েছে। কলেজ ভবনে জানালায় গরাদের অভাবে বহু সহস্র টাকার সরকারী সম্পত্তি প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সংগে দীর্ঘদিন যাবৎ যোগাযোগ করেও এসব অব্যবস্থার কোন প্রতিকার হয়নি।

ছাত্রীদের অসুবিধা আরও দুঃসহ। প্রধান রাস্তা থেকে তাঁদের অধিকাংশকেই প্রায় এক মাইল পথ হেঁটে কলেজে আসতে হয়। অনেকে গ্রামে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ঘর ভাড়া করে কায়ক্লেশে দিন কাটাচ্ছেন। এঁদের প্রশিক্ষণ সত্যই কৃচ্ছ্র সাধনার অব্যয় কীর্তি।

শিক্ষকদের অধিকাংশই আবাস গৃহের অভাবে একটি বা দু'টি প্রকোষ্ঠে সপরিবারে বা দু'তিন জন এক সংগে ছাত্রাবাসে বাস করছেন। ছাত্রদের অন্যান্য আনুসঙ্গিক অসুবিধার সংগে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার দুর্ভোগও তাঁদের ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে।

এত সব অসুবিধার মধ্যেও ছাত্রছাত্রীরা কলেজ বার্ষিকী প্রকাশ করতে পেরেছেন, এটা বিশেষ কৃতিত্বের কথা। এর প্রকাশের সংগে সংশ্লিষ্ট সকলেই বিশেষ মোবারকবাদের যোগ্য। তাঁদের ও কলেজ বার্ষিকীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

আ. হাশেম
অধ্যক্ষ

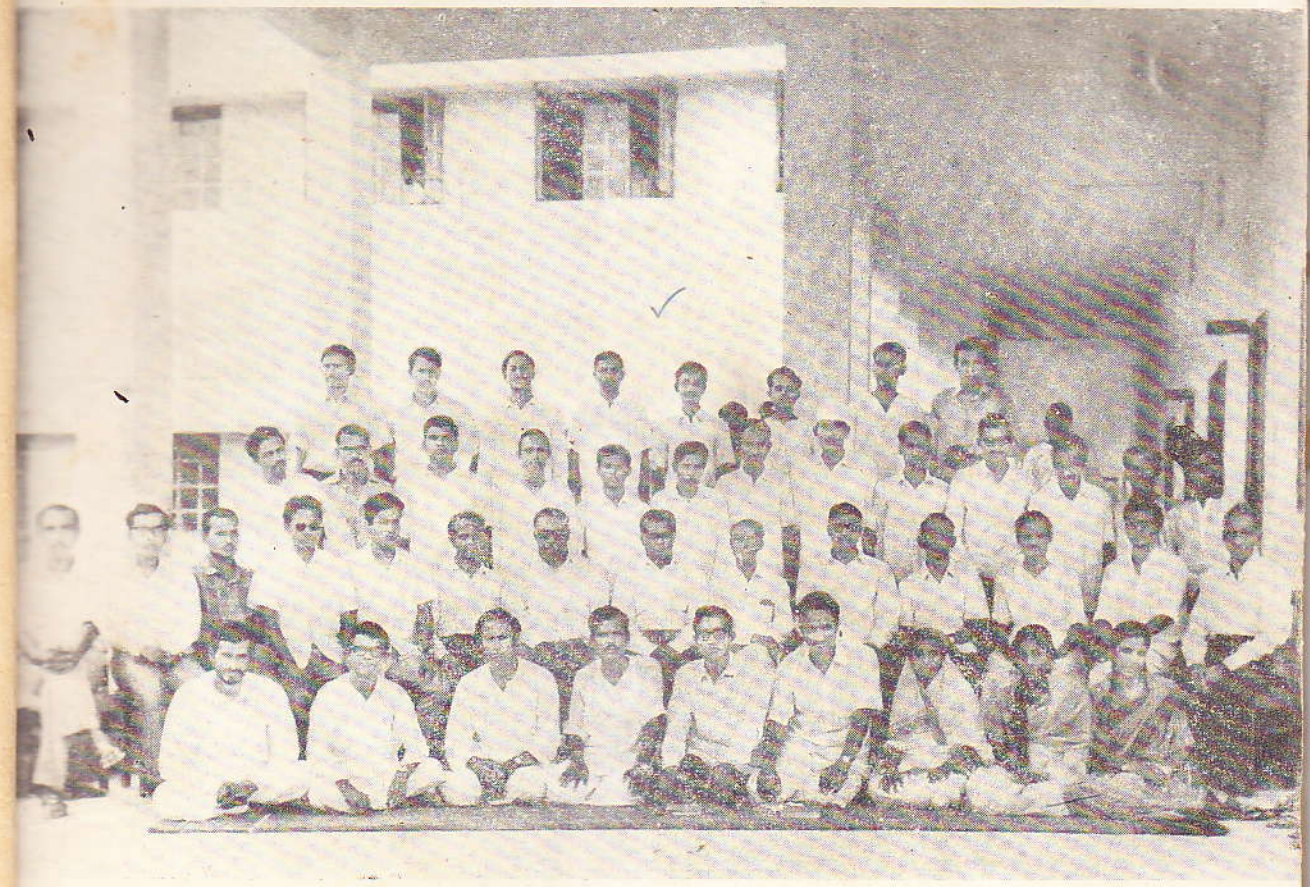

ছাত্র সংস্থা : ১৯৭২-৭৩

বাম দিক থেকে :

দণ্ডায়মান : পেছনের সারি—সর্বজনাব আনসার উদ্দীন, জামালুদ্দীন, শাহ্ নওয়াজ, আবুল গফুর, রফিকুদ্দীন আহ্মদ, আলী আহমদ খান, আবদুর রউফ, আবদুস সাত্তার খান।

দ্বিতীয় সারি—সর্বজনাব সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী, গোলাম সাত্তার, হায়দার আলী, কুলভূষণ চন্দ, মহিউদ্দীন মোঃ আবদুল মান্নান, আবদুর রহমান হাওলাদার, শেখ আবদুল মজিদ, দিলীপ কুমার বসু, সৈয়দ আলী, শামসুদ্দীন তালুকদার, সিরাজুল ইসলাম, আবদুল বারি, আবু সুফিয়ান।

চেয়ারে উপবিষ্ট : সর্বজনাব কাজী শামসুল বাসেত (লেকচারার), আ. ব ম. শাহ্জাহান কাজী (লেকচারার), আবদুল ফাত্তাহ্ (গ্রন্থাগারিক), গোলাম রসুল মিয়া (লেকচারার), প্রমোদকান্তি চৌধুরী (লেকচারার), আ. খ. রজলুল হক (কাউনসিলর), কাজী মোঃ আবদুস সোবহান (অধ্যাপক), আ. ক. ম. মুখলেসুর রহমান (সহাধ্যক্ষ), আবুল হাশেম (অধ্যক্ষ) আবদুর রউফ (সাধারণ সম্পাদক), ম. হুমায়ুন বিশ্বাস (অধ্যাপক), শান্তিশঙ্কর ভট্টাচার্য লেকচারার), আ. রা. মোয়াজ্জেম হোসেন (লেকচারার), খো. আবদুল মান্নান (লেকচারার)।

সামনে উপবিষ্ট : সর্বজনাব এমদাদুল হক (মিলনায়তন সম্পাদক), আমিরুল ইসলাম (সাংস্কৃতিক সম্পাদক), গোলাম কবীর জোয়ার্দার (সমাজ কল্যাণ সম্পাদক), গোলাম মাওলা বিশ্বাস (ক্রীড়াসম্পাদক), নূরুল আমিন (সহ-সাধারণ সম্পাদক), খায়রুল আলম (সাহিত্য সম্পাদক) ; সর্বজনাবা রুহিলা খাতুন (যুগ্ম সম্পাদিকা : মিলনায়তন), প্রতিভা কুণ্ডু (সদস্যা), আয়েশা আখতার জাহান (সদস্যা)।

ছাত্র সংস্থার অভিষেক অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণ

সংসদ বার্তা

মোঃ আব্দুর রউফ
সাধারণ সম্পাদক

সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে আমার বক্তব্য পেশ করছি।

১৯৭২-৭৩ শিক্ষা বর্ষের ছাত্র সংসদের নির্ব্বাচন শেষ হয় ২০শে জুলাই। ২৭শে জুলাই অভিষেক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের উপর অর্পিত হয় বিভিন্ন দায়িত্ব।

এক মহান উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কর্মপ্রেরণাকে সামনে রেখে আমরা আমাদের কাজ শুরু করি। কিন্তু সে উদ্দেশ্য কতখানি সফল হয়েছে বা আমার ব্যক্তিগত দায়িত্ব কতটুকু পালন করতে পেরেছি তা জানিনে।

১৯৭২-৭৩ শিক্ষা বর্ষ সমাপ্তির পথে। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশ বিভিন্নমুখী সমস্যায় জর্জরিত। তেমনি বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের এক নিভৃত পল্লীতে অবস্থিত এই প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়টিরও সমস্যার অন্ত নেই। অত্র মহাবিদ্যালয়ের নির্মাণ কার্য্য অদ্যাবধি শেষ হয়নি। ছাত্রীদের জন্য কোন ছাত্রী আবাস না থাকায় তাঁদেরকে বহু কষ্ট স্বীকার করে ৯/১০ মাইল দূর থেকে প্রতিদিন ঝড়-বাদল-রৌদ্র-বৃষ্টিকে মাথায় করে নিয়ে ক্লাস করতে আসতে হয়। অথচ গ্রাম্য একটী পায়ে চলার মেঠো পথ ছাড়া অত্র মহাবিদ্যালয় পর্য্যন্ত কোন রাস্তা হয়নি। বৈদ্যুতিক বাতির কোন ব্যবস্থা না থাকায় সন্ধ্যার পর থেকে সমস্ত রাতটা এক ভূতের রাজ্য বলে মনে হয়। এ বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার তাগিদ দেওয়ার ফলে তাঁরা বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা করতে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছেন। আশাকরি আমাদের বার্ষিকী স্বকলেবরে আত্ম প্রকাশ করবার পূর্বেই আমরা বৈদ্যুতিক বাতি পেয়ে যাবো। মিলনায়তন না থাকায় আমাদেরকে শ্রেণীকক্ষেই সাধারণ সভার আয়োজন করতে হয়। অত্র মহাবিদ্যালয়ে যে বস্তুটির সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন—তা হ'ল পানীয় জল। এখানে যে পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে তা এত বেশী লবণাক্ত যে সেটা অপেয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। এবিষয়েও যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

অত্র মহাবিদ্যালয়ের সাধারণ অনুষ্ঠানাদির মধ্যে গত ৮ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপিত হয় এবং ছাত্র-শিক্ষক তথা দপ্তরীদেরও সমবেত চেষ্টার ফলে স্থাপিত ও পরিচালিত হয় একটা নৈশবিদ্যালয়।

তারপর আসে ২১শে ফেব্রুয়ারী। যথাযোগ্য মর্য্যাদার সাথে দিনটা পালিত হয়েছে স্বাধীন

বাংলার মুক্ত অঙ্গনে এক ভাব

শিক্ষা বর্ষের শেষ প্রান্তে
আঃ ফঃ মঃ মুখলেসুর রহমান
ছেড়ে যাবেন। কিন্তু ময়মনসি
তাগিদে তিনি চলে গেছেন সে
কৃতী শিক্ষকের সান্নিধ্য আমরা
ছাত্র হিসাবে তাঁর প্রতি আমা
করে বলতে পারি যে তিনি এ

সবশেষে আসে সবচেয়ে
অপরিসীম। ১৯৭১ এর ২৫
বাংলার নিরীহ জনগণের উপর
বাংলার মানুষকে চিরদিন দ
বুকের তাজা রক্ত দিয়ে ছিনি
সে-দিনটিও উদযাপিত হয়েছে

অনর্থক বক্তব্যের পরিস
বিভাগীয় সম্পাদকবৃন্দ স্বস্ব
থেকেই বিচার করুন। তবে
হয় না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ
আমাদের দায়িত্ব পালনের চে

মিলনায়তন বিভাগ :

খুলনা শিক্ষক প্রশিক্ষণ
গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। লেখাপড়
করেছে এ বিভাগ।

১৯৭২-৭৩ শিক্ষাবর্ষে মি
দিয়েছে এক অভূতপূর্ব্ব পুলক
আন্তঃগৃহক্রীড়ার মধ্যে ছিল-
প্রত্যহ পুরুষ ও মহিলা স
যোগিতায় অংশ গ্রহণকারী প্র
বিতরণ করা হয়েছে। অপর

বাংলার মুক্ত অঙ্গনে এক ভাব গম্ভীর পরিবেশে।

শিক্ষা বর্ষের শেষ প্রান্তে এসে অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে আমরা বিদায় জানাই শ্রদ্ধেয় সহ-অধ্যক্ষ আঃ ফঃ মঃ মুখলেসুর রহমান সাহেবকে। আমরা ভাবতে পারিনি ঠিক এমনি সময়ে তিনি আমাদেরকে ছেড়ে যাবেন। কিন্তু ময়মনসিং শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে যে মহান কর্ত্তব্যের তাগিদে তিনি চলে গেছেন সে কথা ভাবতেই আমরা খুঁজে পাই সান্ত্বনা। শিক্ষা জীবনে যে ক'জন কৃতী শিক্ষকের সান্নিধ্য আমরা লাভ করতে পেরেছি তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ইংরাজীর ছাত্র হিসাবে তাঁর প্রতি আমার পক্ষপাতিত্ব থাকতে পারে কিন্তু সকল ছাত্রের পক্ষ থেকে একথা প্রত্যয় করে বলতে পারি যে তিনি একজন জ্ঞান সাধক।

সবশেষে আসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন—২৬শে মার্চ্চ। বাংলার ইতিহাসে দিনটীর গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৭১ এর ২৫শে মার্চ্চ রাতের অন্ধকারে সাম্রাজ্যবাদী শোষকগোষ্ঠী সুপরিকল্পিতভাবে বাংলার নিরীহ জনগণের উপর লেলিয়ে দিয়েছিল বিশ্বের বর্বরতম সেনাবাহিনী। তারা চেয়েছিল বাংলার মানুষকে চিরদিন দাবিয়ে রাখতে। কিন্তু তারা তা পারেনি। বাংলার লাখ দামাল ছেলে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে ছিনিয়ে এনেছে দেশমাতৃকার মুক্তি। হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে লালিত সে-দিনটিও উদযাপিত হয়েছে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে।

অনর্থক বক্তব্যের পরিসর বাড়িয়ে আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। এবারে ছাত্র সংসদের বিভাগীয় সম্পাদকবৃন্দ স্বস্ব দায়িত্ব কে কতটুকু পালন করতে পেরেছেন তা তাঁদের নিজনিজ বক্তব্য থেকেই বিচার করুন। তবে একথা অনস্বীকার্য্য যে একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে কোন কাজই সুসম্পন্ন হয় না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সকলের সমবেত প্রচেষ্টা ও সহৃদয় সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি।

মিলনায়তন বিভাগ :

খুলনা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের বিভাগগুলির মধ্যে মিলনায়তন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। লেখাপড়া ও অন্যান্য কাজের ফাঁকে অবসর বিনোদনের এক অন্যতর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে এ বিভাগ।

১৯৭২-৭৩ শিক্ষাবর্ষে মিলনায়তন যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা একদিকে ছাত্রছাত্রীদের প্রাণে দিয়েছে এক অভূতপূর্ব্ব পুলক, অন্যদিকে তাঁদের জ্ঞানের ভাণ্ডারকে করেছে ঐশ্বর্য্যময়। এ বিভাগের আন্তঃগৃহক্রীড়ার মধ্যে ছিল—টেবিল টেনিস, ক্যারম, দাবা, লুডু, ড্রট বোর্ড ইত্যাদি। এসব ক্রীড়া প্রত্যহ পুরুষ ও মহিলা সাধারণ কক্ষে অনুষ্ঠিত হ'তো। এবারের বার্ষিক আন্তঃগৃহক্রীড়া প্রতি-যোগিতায় অংশ গ্রহণকারী প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র বিতরণ করা হয়েছে। অপরদিকে মিলনায়তন বিভাগ সংলগ্ন পাঠাগারের জন্য নিয়োজিত ছিল বিভিন্ন

প্রকার দেশী ও বিদেশী পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও শিক্ষামূলক উপন্যাসসমূহ।

মিলনায়তন বিভাগ ও তদসংলগ্ন পাঠাগারের কর্মসূচী বাস্তবায়নে আমাকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা প্রদর্শন করেছেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক আঃ বঃ মঃ শাহজাহান কাজী, বাবু প্রমোদকান্তি চৌধুরী ও গ্রন্থাগারিক জনাব আবদুল ফাত্তাহ সাহেব।

—মোঃ এমদাদুল হক (সম্পাদক)।

সাংস্কৃতিক বিভাগ :

১৯৭২ এর ৩রা জুলাই নব শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা ও শিক্ষকমণ্ডলীর পরিচয় অনুষ্ঠানে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সে অনুষ্ঠানে সংস্কৃতিমনা ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকের সন্ধান পাওয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে তাঁদের মধ্য হতেই প্রায় অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মহাবিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক বিভাগ গঠিত হয়।

নব গঠিত ছাত্র সংসদের অভিষেক অনুষ্ঠানে ছাত্র সংসদের সহযোগিতায় সাংস্কৃতিক বিভাগ এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে।

১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর 'বিজয় দিবস' উপলক্ষে ছাত্র সংসদ আয়োজিত আলোচনা সভায় সাংস্কৃতিক বিভাগ দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করে।

১৯৭৩ এর ১১ই জানুয়ারী অত্র মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ মনোরম অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরণের গান, গজল ও হাস্য কৌতুকের প্রতিযোগিতা হয়।

১৭ই মার্চ্চ : ছাত্র সংসদ আয়োজিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্ম দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় সাংস্কৃতিক বিভাগের পক্ষ থেকে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।

২৬শে মার্চ্চ : দ্বিতীয় স্বাধীনতা বার্ষিকীতে ছাত্র সংসদ আয়োজিত আলোচনা সভায় সাংস্কৃতিক বিভাগ এক মনোজ্ঞ পরিবেশে দেশাত্মবোধক ও বাংলার পুরাতন ঐতিহ্যের ভাববাহী গানের জলসা বসায়।

এতদ্ব্যতীত মহাবিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্য্যের মধ্যে যে সব বৃহস্পতিবারে সাহিত্য ও বিতর্ক সভার ব্যবস্থা হয়নি সেখানে সাংস্কৃতিক বিভাগের ডাক এসেছে—সাংস্কৃতিক বিভাগ সাধ্যানুসারে তা পালন করতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি।

সাংস্কৃতিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক কাজী মুহম্মদ আব্দুস সোবহান সাহেব বিরচিত "বড় বাড়ীর মেয়ে" নাটিকাটি মঞ্চস্থ করার জন্য ১৯৭৩ এর ১২ই এপ্রিল সাংস্কৃতিক বিভাগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

—মোঃ আমিরুল ইসলাম (সম্পাদক)।

সাহিত্য বিভাগ :

আমরা আনন্দের সাথে
সময়ের মধ্যে খুলনা শিক্ষ
করতে পেরেছি।

এবার আমাদের বা
শুধু বিতর্ক প্রতিযোগিতা
অধিকাংশ বৃহস্পতিবারে সা
শ্রদ্ধাঞ্জলি মহাবিদ্যালয় বার্ষি

ক্রীড়া বিভাগ :

যথা সময়ে খুলনা শিক্ষ
ক্রীড়া সংসদ গঠন করা হয়
সূচী প্রণয়ন করা হয়। কম
ক্রিকেট, বাস্কেটবল, শীতকা
যোগী আন্তঃদল ক্রীড়া প্রতি

খেলার সাজ সরঞ্জামের
কর্মসূচী বাস্তবায়নে বিশেষ
খেলার মাঠ ও পুকুরের অভাব
সংসদের সদস্যদের ঐকান্তিক
স্বহস্তে খেলার মাঠ তৈরী ক
পরিচালনা করেছে।

প্রতিভাবান ও দক্ষ প্র
ক্রীড়া অনুষ্ঠানে দৌলতপুর
হয়েছিলেন এবং বেগম হাই

সমাজ কল্যাণ বিভাগ

সমাজ কল্যাণ বিভাগ
পায়না। এই মহাবিদ্যালয়ে
নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মত

সাহিত্য বিভাগ :

আমরা আনন্দের সাথে বলতে পারি যে শত কাজের চাপের মধ্যে থেকেও আমরা অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে খুলনা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের প্রথম দেওয়াল পত্রিকা "নবারুণ" প্রকাশ করতে পেরেছি।

এবার আমাদের বার্ষিক সাহিত্য প্রতিযোগিতা বিশেষ সাফল্যের সাথে শেষ হতে চলেছে। শুধু বিতর্ক প্রতিযোগিতা ছাড়া বাকী সবগুলো প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেছে। এছাড়া প্রায় অধিকাংশ বৃহস্পতিবারে সাহিত্য বিভাগের উদ্যোগে সাহিত্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি মহাবিদ্যালয় বার্ষিকী।

—মোঃ খায়রুল আলম (সম্পাদক)।

ক্রীড়া বিভাগ :

যথা সময়ে খুলনা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সংবিধান অনুসারে ১৯৭২-৭৩ শিক্ষা বর্ষের ক্রীড়া সংসদ গঠন করা হয়। সংসদের প্রথম বৈঠকেই শরীর চর্চ্চা ও ক্রীড়াকলাপের বার্ষিক কর্ম-সূচী প্রণয়ন করা হয়। কর্মসূচীতে ছিল ফুটবল, সাঁতার, হাডুডু, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, টেনিকয়েট, ক্রিকেট, বাস্কেটবল, শীতকালীন ক্রীড়া ইত্যাদির অনুশীলন, দৈনন্দিন শরীর চর্চ্চা এবং মৌসুমোপ-যোগী আন্তঃদল ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা।

খেলার সাজ সরঞ্জামের দুষ্প্রাপ্যতা ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির পরিপ্রেক্ষিতে বরাদ্দকৃত অর্থ পূর্ণ কর্মসূচী বাস্তবায়নে বিশেষ অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া নূতন মহাবিদ্যালয়ের নানাবিধ অসুবিধা—খেলার মাঠ ও পুকুরের অভাব, খেলার সামগ্রীর স্বল্পতা—আরো কতকিছু। সব অন্তরায় ধসে পড়লো সংসদের সদস্যদের ঐকান্তিক কর্মপ্রচেষ্টায় ও সাধনায়। শিক্ষার্থীগণ মাটি কেটেছে, গাছ কেটেছে, স্বহস্তে খেলার মাঠ তৈরী করেছে, খেলাধূলার অনুশীলন করেছে—পরিশেষে খেলাধূলার প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেছে।

প্রতিভাবান ও দক্ষ প্রতিযোগীদেরকে পুরস্কারও সনদ দিয়ে উৎসাহিত করা হয়েছে। বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে দৌলতপুর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জনাব আব্দুল হাই প্রধান অতিথি হয়েছিলেন এবং বেগম হাই বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার ও সনদ বিতরণ করেন।

—মোঃ গোলাম মাওলা বিশ্বাস (সম্পাদক)।

সমাজ কল্যাণ বিভাগ :

সমাজ কল্যাণ বিভাগ এমন একটি বিভাগ যে বিভাগ সব সময় সবকিছু সাড়ম্বরে করার সময় পায়না। এই মহাবিদ্যালয়ে যখনই কোন বড় বড় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে তখনি সমাজ কল্যাণ বিভাগ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মত পূর্ণ সহযোগিতা করেছে। তাই এর ললাটে তেমন কোন স্বর্ণতিলক

নেই। রাত দুপুরে প্রবাসী রুগ্ন বন্ধুর পাশে গিয়ে একটুখানি সহানুভূতি ও সমবেদনা দেখানো, বড় জোর তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, কোন মস্তিষ্কবিকৃত সহপাঠীকে বাড়ী পাঠানোর দায়িত্ব নেওয়া বা কোন পচা পুকুরের সংস্কার করা ছাড়া আমরা আর কি করতে পেরেছি? আবার এগুলো করতেও অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা লাভ করেছি আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকমণ্ডলী ও সহপাঠী ভাইবোনদের।

এই বিভাগ তথা ছাত্র সংসদের প্রচেষ্টায় এবং অধ্যাপক সুবেদ আলী, অধ্যাপক বজলুল হক ও অধ্যাপক গোলাম রসুল সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় অত্র মহাবিদ্যালয়ে একটা নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

১৪ই ডিসেম্বর সমাজ কল্যাণ বিভাগের পুনর্মিলন অনুষ্ঠানটী অনুষ্ঠিত হয়। সকলের শুভ কামনা ও মিষ্টান্ন বিতরণের মধ্য দিয়ে এ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

১৪ই জানুয়ারী—এ দিনটা এ বছরের মহাবিদ্যালয়-জীবনে বিশেষ স্মরণীয়। এদিনে যশোর পিকনিক কর্ণারে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে আমাদের অধিকাংশ শিক্ষকমণ্ডলী ও সতীর্থ ভাই বোনদের একান্ত আপনজনরূপে পেয়েছিলাম। পিকনিকের মাধ্যমে এমন একটি মিলনের ব্যবস্থা করতে পেরে এ বিভাগ নিজদেরকে ধন্য মনে করছে।

আমার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল তার কতটুকু পালন করতে পেরেছি তা আমার জানার কথা নয়—যেটুকু ভাল হয়েছে তা সবার জন্য হয়েছে—আর যেটুকু হয়নি তা নিতান্তই আমার অক্ষমতা জনিত। তার জন্য সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

—গোলাম কবির জোয়ার্দ্দার (সম্পাদক)।

এক নজরে ছাত্রাবাস

খুলনা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় একটি নবীন প্রতিষ্ঠান। এর কার্যকাল মাত্র দু'শিক্ষাবছর পার হতে চলেছে। মহাবিদ্যালয়টি খুলনা শহর থেকে উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রায় আটমাইল দুরে তেলিগাতি নামক স্থানে অবস্থিত। রূপসী বাংলার শ্যামল পরিবেশ মহাবিদ্যালয়টিকে ঘিরে রেখেছে। প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় যেহেতু আবাসিক প্রতিষ্ঠান সেহেতু একটি ছাত্রাবাস এর সংলগ্নে অবস্থিত।

ছাত্রাবাসটি তিনত'লা, 'টি' আকারের বলা চলে। উত্তর দক্ষিণে লম্বা হওয়ায় আবাসিক গৃহের সুপরিবেশ কিছুটা বিঘ্নিত হয়েছে। এ তিনটি তলায় ছাত্রদের জন্য মোট ৩১টি কক্ষ আছে। নিচ-তলায় পশ্চিমে রান্না ও খাওয়ার কক্ষ। দ্বিতলে পশ্চিমে সহকারী তত্ত্বাবধায়ক সাহেবের আবাসিক কক্ষ (Quarter)। ছাত্রাবাসের সামনেই ছাত্রাবাস-তত্ত্বাবধায়ক সাহেবের কোয়ার্টার। মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকদের (Staff) জন্য কোন বাসগৃহ না থাকায় আপাততঃ তাঁরা ছাত্রাবাসের কয়েকটি কক্ষে আছেন। বর্তমানে আবাসিক ছাত্রদের সংখ্যা ১৫৫ জন। অবশ্য বছরের প্রথমে ছিল ১৬৭ জন।

স্থানাভাবের জন্য ৪০ জন ছাত্রকে পাশে ল্যাবরেটরী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহাবিদ্যালয় ছাত্রাবাসে প্রতি কক্ষে ছ'জন ও ল্যাবরেটরীতে প্রতি কক্ষে আটজন করে ছাত্র বাস করেন। এ অবস্থাতে সহজেই অনুমান করা যায় যে কক্ষে ছাত্রদের পাঠোপযোগী পরিবেশের সবিশেষ অভাব আছে।

কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রাবাসের সুষ্ঠু পরিচালনের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। ছাত্রাবাস পরিচালনায় আছেন একজন তত্ত্বাবধায়ক এবং একজন সহকারী তত্ত্বাবধায়ক। তত্ত্বাবধায়ক :—সহাধ্যক্ষ জনাব এ, এফ, এম, মুখলেসুর রহমান, এম, এ ; বি, এ, (সম্মান), বি, টি, (ঢাকা), টি, ই, পি (সিশিগান), বি, এস, ই, এস। সহকারী তত্ত্বাবধায়ক :—অধ্যাপক জনাব মুহাম্মদ হুমায়ুন বিশ্বাস, এম, এস্-সি, বি, এড, ('ক' বিভাগ, ঢাকা), পি, জি, সি, এস্, এড (এডিনবরা—ইউ, কে), বি, ই, এস। তাঁদের সুনিয়ন্ত্রিত ও সহানুভূতিশীল তত্ত্বাবধায়ন ব্যবস্থা সত্যিই প্রশংসনীয়। সহকারী তত্ত্বাবধায়ক সাহেব প্রতিটি ছাত্রের প্রতি বিশেষ নজর রাখেন। বোর্ডারদের সম্পর্কে তিনি সর্বদা ওয়াকেফহাল থাকতে চান। এটা তাঁর সুষ্ঠু তত্ত্বাবধায়ন ব্যবস্থার একটা উজ্জ্বল নিদর্শন। তিনি একজন সুযোগ্য প্রশাসক।

সমস্ত বোর্ডারদের জন্য একটি মেস আছে। মেসের পরিচালনায় ১জন সেক্রেটারী, ১জন সহকারী সেক্রেটারী এবং ৫ জন সদস্য। তাছাড়া আরও দু'জন থাকেন পদাধিকার বলে। তাঁরা হলেন তত্ত্বাবধায়ক ও সহকারী তত্ত্বাবধায়ক—যথাক্রমে মেস কমিটীর সভাপতি ও সহসভাপতি। মেসে হিসাব নিকাশে পরীক্ষা করার জন্য একটি তিন সদস্য বিশিষ্ট অডিট কমিটি আছে। মেসের ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতি মাসের জন্য একজন করে 'ম্যানেজার' মেস কমিটি দ্বারা নিযুক্ত করা হয়। মেসে খাওয়ার মান মোটামুটি ভাল। তবে প্রায় পৌনে দু'শ জনের রান্না একসাথে সব সময় ভাল হওয়ার কথা নয়। খাওয়ার সময় সকাল ৮-৩০টা ও সন্ধ্যা ৭টা। মেসে দু'জন বাবুর্চী ও ৮ জন কর্মচারী বোর্ডারদের খাওয়ানোর ব্যবস্থাপনায় আছে।

ছাত্রাবাসগৃহের দু'তলায় ১টি নামাজের ঘর ও তিনতলায় একটি কমনরুম আছে। কমনরুমে ১টি ট্রানজিষ্টারসহ অবসর বিনোদনের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থাও কিছু আছে।

মাননীয় তত্ত্বাবধায়ক সাহেব তাঁর সুষ্ঠুতত্ত্বাবধায়ন ব্যবস্থায় সহযোগিতা প্রাপ্তিকল্পে দু'জন মনিটর নিয়োগ করেছেন ; তাঁরা হলেন : মহাবিদ্যালয় ছাত্রাবাস শাখায় ১২০ জন ছাত্রের জন্য জনাব এ, কে, এম, মতিউর রহমান, বি, এস্-সি ও ল্যাবরেটরী ছাত্রাবাস শাখায় ৪০ জন ছাত্রের জন্য জনাব শেখ মুঃ রুহুল আমীন, বি, এস্-সি।

—এ, কে, এম, মতিউর রহমান,
শেখ মুঃ রুহুল আমীন,
মনিটরদ্বয়।

ছাত্র সংসদ

জনাব মোঃ আবুল হাশেম : সভাপতি।
" আ, ফ, ম, মুখলেসুর রহমান : সহ সভাপতি।
" মোঃ আব্দুর রউফ : সাধারণ সম্পাদক।
" মোঃ নূরুল আমিন : সহ সাধারণ সম্পাদক।

(১) *মিলনায়তন বিভাগ :*

১। বাবু প্রমোদ কান্তি চৌধুরী
২। আ, ব, ম, শাহজাহান কাজী
৩। আবদুল ফাত্তাহ
(ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক)

৪। মোঃ এমদাদুল হক (সম্পাদক)
৫। মিসেস রুহিলা খাতুন (যুগ্ম সম্পাদিকা)
৬। মোঃ শামসুদ্দীন তালুকদার (সহ সম্পাদক)
৭। মোঃ আব্দুর রহমান হাওলাদার (সদস্য)
৮। মোঃ সৈয়দ আলী "
৯। মোঃ আব্দুর রউফ "

(২) *সাংস্কৃতিক বিভাগ :*

১। কাজী মোঃ আব্দুস সোবহান
২। কাজী শামসুল বাসেত
(ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক)

৩। মোঃ আমিরুল ইসলাম (সম্পাদক)
৪। বাবু সুরেন্দ্র নাথ অধিকারী (যুগ্ম সম্পাদক)
৫। মোঃ আব্দুস সাত্তার খান (সহ সম্পাদক)
৬। মোঃ আব্দুল গফুর (সদস্য)
৭। মিসেস প্রতিভা কুণ্ডু (সদস্যা)
৮। সৈয়দা আয়শা আখতার জাহান (সদস্যা)

(৩) *সাহিত্য বিভাগ :*

১। বাবু শান্তিশঙ্কর ভট্টাচার্য
২। আ, রা, মোয়াজ্জেম হোসেন
(ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক)

৩। মোঃ খায়রুল আলম (সম্পাদক)
৪। শেখ মোঃ জামালউদ্দীন (যুগ্ম সম্পাদক)
৫। মোঃ আব্দুল বারী (সহ সম্পাদক)
৬। কুলভূষণ চন্দ (সদস্য)
৭। মোঃ হায়দার আলী "
৮। মিসেস হ, আ, নূরুন্নাহার (সদস্যা)

(৪) *ক্রীড়া বিভাগ :*

১। খোন্দকার আব্দুল মান্নান (ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক)
২। মোঃ গোলাম মাওলা বিশ্বাস (সম্পাদক)
৩। মোঃ শাহ নওয়াজ (যুগ্ম সম্পাদক)
৪। মোঃ গোলাম সাত্তার (সহ সম্পাদক)
৫। মোঃ আনসারউদ্দীন (সদস্য)
৬। মহীউদ্দীন মোঃ আবদুল মান্নান "
৭। আ, ক, ম, আবু সুফিয়ান "

(৫) *সমাজ কল্যাণ বিভাগ :*

১। আ, খ, বজলুল হক
২। মোঃ গোলাম রসুল মিয়া
(ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক)

৩। গোলাম কবির জোয়ার্দ্দার (সম্পাদক)
৪। আলী আহম্মদ খান (যুগ্ম সম্পাদক)
৫। শ, ম, ওয়ালিউর রহমান (সহ সম্পাদক)
৬। শেখ মোঃ আবদুল মজিদ (সদস্য)
৭। রফিকউদ্দীন আহম্মদ "
৮। দিলীপ কুমার বসু "